দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27.10.84...
পৃষ্ঠা... .. .. কলাম... ... ...

0 028

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১০ই কার্তিক, ১৩৯১ : ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৪

পরীক্ষার হলে দক্ষযজ্ঞ

কার্জন হল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে বৃহস্পতিবার যে অনার্স ও এমএ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ব্যাপক হাঙ্গামা ও বোমাবাজির ফলে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় অগ্নিসংযোগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে।

এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত ঘটনা। স্বাধীনতা-উত্তর-কালে শিক্ষাক্ষেত্রে নিদারুণ অস্থিরতা বিরাজ করে আসছে। এই অস্থিরতা আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে এমন অনেক কিছু ঘটছে, যার সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতির বড় একটা সম্পর্ক নেই।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে এই অবস্থার ফলে। নানা কারণে সেখানে পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, পরীক্ষার হল থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে আসে। পরীক্ষা দেবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয় না। এর ফলে শিক্ষার সময়কাল সম্প্রসারিত হয়। দু'বছরের সেশন পেরিয়ে আসতে তিন থেকে পাঁচ বছর লেগে যায়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সব সময় এর জন্য দায়ী করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যেমন গিয়েছিল গত বৃহস্পতিবারে।

এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে যে দক্ষযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐদিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠান কোন মতেই সম্ভব হয়নি। একটি বিবৃতিতে কয়েকজন ছাত্র একজন ইনভিজিলেটরের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এনেছেন। এই অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তাহলেও তা খাতায় অগ্নি-সংযোগ, বোমাবাজি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পক্ষে সাফাই হতে পারে না।

ঐ দিনের পরিত্যক্ত পরীক্ষাটি কবে অনুষ্ঠিত হবে আমরা তা জানি না। তবে এর ফলে পরীক্ষার সময়কাল সম্প্রসারিত হবে। আর এতে করে যেসব পরীক্ষার্থী শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল তারাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, তাদের অভিভাবকদের জন্যও এটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এই দুর্মূল্যের বাজারে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার বিরাট ব্যয় বহন করতে গিয়ে তাঁদের হিম-সিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়াও আছে নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই ধরনের হাঙ্গামা ও বোমাবাজির ফলে স্বভাবতই পরীক্ষার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই অবস্থায় বাদবাকি পরীক্ষাগুলো যাতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা অনুরোধ জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অনেক ক্লেদ জন্মেছে; শিক্ষার পরিবেশ বিষাক্ত হয়েছে। এখন থেকে সেই ক্লেদ দূর করতে হবে, পরিবেশকে সুস্থ করতে হবে। এক্ষেত্রে এখন আর কোন শিথিলতার অবকাশ নেই।